মূলশব্দাবলী
কোরআন
পুনর্জাগরণ
নিযুক্ত
উদ্দীপ্ত করা

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

14 March 2025 / 13 Ramadan 1446H

আমাদের হৃদয় ও মনকে পবিত্র কোরআনের আলোয় পুনরুজ্জীবিত করা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَفَتَحَ لَنَا فِيهِ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالغُفْرَانِ، وَأَنْزَلَ فِيهِ آيَاتَهُ يَهْدِي بِهَا الإِنْسَ وَالجَانَّ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الرَّحْمٰنِ، اتَّقُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوْهُ فِي كُلِّ آنٍ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা আমাদের ভিতরে তাকওয়া'র বীজ বপন করি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকি। তাকওয়া হোক আমাদের নৈতিক দিকনির্ণয়কারী যা কি-না আমাদের পথ নির্দেশ করবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সকল আদেশ মেনে চলতে এবং সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে আমাদিগকে দূরে রাখতে। পবিত্র কোরআন হোক আমাদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী, আমাদের প্রার্থনায় ও আমাদের আশায় পবিত্র কোরআন হোক আমাদের অন্তরে এক খুশীর ঝর্ণাধারা, আমাদের সব দুঃখ অপসরণকারী, আমাদের সকল দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার নিরাময়ক। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

<u>সম্মানিত ভাইয়েরা,</u>

আমরা অনেক সময় শুনি যে রমযানের আরেকটি নাম হলো; শাহরুল কোরআন যার অর্থ হলো, কোরআনের মাস। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি কেন এই পবিত্র মাসকে এই সম্মানিত নামে অভিহিত করা হয়?

প্রকৃতপক্ষেই, রমযান মাসকে পবিত্র কোরআনের মাস বলা হয় কারণ এই মাসেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ঐশ্বরিক বানী আল-লাওহেল মাহফুজ থেকে আস সামাউদ দুনিয়াতে যার আরেক নাম বিশ্বব্রহ্মান্ড সেখানে প্রেরণ করেন।

তারওপর, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবী মহম্মদ মস্তফা (সঃ) এই মাসেই জিবরাইল (আঃ) মারফত প্রথম নবুওতপ্রাপ্ত হ'ন যা মানব ইতিহাসের ধারাকে পালটে দিয়েছিল।

সুবহানাল্লাহ! তাহলে আমরা কিভাবে এই রহমতের মাসকে পবিত্র কোরআনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত না করে পার করে দিব? কিভাবে আমরা আমাদের হৃদয় ও মনকে কোরআনের আলোয় পুনরুজ্জীবিত না করে পার করে দিব?

সম্মানিত ভাইয়েরা,

সুরা ইবরাহীমের প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন;

الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ١

অর্থঃ আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি-যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।

মনে রাখবেন, **সম্মানিত ভাইয়েরা**, পবিত্র কোরআন হল আমাদের হৃদয় ও মনকে পুনরুজীবত করার অন্যতম চাবিকাঠি। আমাদের উচিত কোরআনের প্রতি আরো নিবিষ্ট হয়ে এবং তাতে প্রাণসঞ্চার করে আমাদের অন্তরে কোরআনের পুনরুজ্জীবনের দরজা খুলে দেওয়া।

পবিত্র কোরআনকে উজ্জীবিত করার জন্য আমি আপনাদের অনুমতিসাপেক্ষে কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়ার কথা উল্লেখ করতাম।

প্রথমতঃ কোরআন পাঠ করা

পবিত্র কোরআনকে উজ্জীবিত করে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হলো কোরআন পাঠ করা। সুরা আল-মুজ্জামিলের ২০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ

অর্থঃ *" অতএব তোমরা কোরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়"/*

আমাদের যতটা বেশী সম্ভব পবিত্র কোরতআন পাঠের চেষ্টা করা উচিত এমনকি সেটা সুরা আন নাস বা আল ফালাকের মত আয়াত পাঠও হয়। এছাড়া, এই দুইটি সুরা আমাদের প্রিয় নবী মহম্মদ (সঃ) প্রতিদিনকার জিকরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই এই দুইটা সুরা পাঠ খুব সহজ এবং সাধারণ মনে হলেও মহান আল্লাহ সুহানাহু ওয়া তা'আলা আজ্জা ওয়া জাল্লার নিকট এগুলির গুরুত্ব অনেক।

যাঁদের পবিত্র কোরআন পাঠ কঠিন লাগে, তাঁরা কোরআন পাঠে অনুৎসাহিত হবেন না। আমাদের নবী করিম (সঃ) একদা বলেছিলেন, " তোমাদের মধ্যে যে পবিত্র কোরআন পাঠে দক্ষ, তাঁরা সম্ভ্রান্ত, ন্যায়নিষ্ঠ এবং নথি লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণের সহিত সম্মিলিত হবেন,আর যাঁদের সাবলীলভাবে কোরআন পাঠে সমস্যা হয় এবং খুব কঠিন মনে হয়, (তবুও কোর আনা পাঠের চেষ্টা করেন) তাঁদের জন্য দুইটি পুরস্কার আছে। (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

এর অর্থ হলো যদি কারো এই কোরআন পাঠ কঠিন লাগে তবুও মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট এই পাঠের চেষ্টার মূল্য অপরিসীম।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআন মুখস্থ করা

যাঁদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রখর স্মৃতিশক্তি দিয়েছেন যতটা বেশী সম্ভব আপনারা পবিত্র কোরআন মুখস্থ করার জন্য নিজেকে নিবেদিত করুন কারণ এটা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বানীকে ধরে রাখার জন্য এবং নিজের ধর্মীয় সত্ত্বাকে উন্নত করার এক উত্তম উপায়।

তারপরেও, যাঁদের নিকট মুখস্থ করা কঠিন মনে হয়, আপনাদের কোরআন পাঠ করায় অনুৎসাহিত হওয়া ঠিক না। এর পরিবর্তে, আমরা ছোট সুরা মুখস্থ করা দিয়ে শুরু করতে পারি এবং এই মুখস্থ সুরাটি প্রতিদিন আমাদের নামাজে পড়ার চর্চা রাখতে পারি। আমাদের যাদের ঘরে ছোট সন্তানাদি আছে, আমরা আমাদের ছোট সন্তানদের তাদের বয়স যতই হোক না কেন, আমরা তাদেরকে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করতে উৎসাহিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে পারি। আর এটা করে আমরা, আমাদের নিজেদের বাড়িতে ধর্মীয় ভাবধারার সংরক্ষণ ও ভক্তির সংস্কৃতির বীজ বপন করতে পারি।

তৃতীয়তঃ পবিত্র কোরআন থেকে শিক্ষা ও তা অন্যের নিকট পৌঁছানো

পবিত্র কোরআন-এর শিক্ষা অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজটি প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের একটি দায়িত্ব। তবে, যে বিষয়গুলি আমরা আস্থাশীল উৎস থেকে গৃহীত জ্ঞানের এবং জানার মধ্যে থেকে পাই, কেবলমাত্র

সেইসব বিষয়েই আমরা আলোচনা করতে বা মতামত দিতে পারি । আমরা হয়তো খুব ছোট বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি যেমন আমাদের নবীগণের জীবনের গল্প, তাঁদের দেশ কোথায় ইত্যাদি নিয়ে বা কোন ছোট সুরা নিয়ে আলোচনা করতে পারি যেগুলি আমরা প্রতিদিন পড়ার জন্য দোয়া বা জিকির হিসাবে গন্য করতে পারি।

What matters most is consistency or *istiqamah*. This bite-size sharing facilitates continuous effort and makes it 'digestible' to the receiving party.

যা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ধারাবাহিকতা রক্ষা করা বা ইস্তেকমাহ।। এই ছোট্ট শেয়ারটি আমাদের লাগাতার প্রচেষ্টার কাজটিকে সহজ করে দেয় এবং গ্রহণকারী পক্ষের নিকট তা সহজেই বোধগম্য করে তোলে।

<u>মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,</u>

পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ, তা মুখস্থ করা, কোরআন থেকে শিক্ষা লাভ করা ও তা অন্যের নিকট পৌঁছানোর গুণগুলি অনুধাবন করে এটা অত্যন্ত জরুরী যে আমরা এর সঙ্গে একটি সক্রিয় ও নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখি। এবং এ ব্যাপারে আমাদের উচিত অবিরাম মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা যাতে আমরা এই কোরআন পাঠের অভিযানে জয়ী হতে পারি ।

হে আল্লাহ, ইয়া হাআদী, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোরআনের ব্যবহারের পথনির্দেশনা করুন। ইয়া মান্না, আমাদের ওপর কোরআনের মুখপাত্র হওয়ার সম্মান প্রদান করেন। ইয়া মুজিব, আমাদের সকল দোয়া গ্রহণ করুন এবং আমাদের দোয়া গ্রহণ করে ইস্তেকমাওয়াসহ পবিত্র কোরআনে যুক্ত হতে অনুমতি প্রদান করে একয়ে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী করে দিন। হে করিম, আমাদিগকে তাঁদের একজন করুন যাঁরা আপনার বানীকে এর প্রাপ্য শ্রদ্ধা, সম্মান এবং মর্যাদা দান করেছেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ.

Ya Allah, we are grateful for the opportunity to witness this month of mercy and forgiveness. Ya Rahmān. Forgive our sins and mistakes, Ya Ghafūr. Prolong our lives, so that we may fulfil the

obligations of Ramadan and perfect its observance, with acts of righteousness, devotion, sincerity, forgiveness, purification, and liberation from our desires and the whispers of Shaitan. So that we may become Your servants worthy of entering the Paradise, which You have promised to those who believe.

In this blessed month, we seek Your grace, Ya Laṭīf, that You open the doors of peace and security for the people of Palestine in these difficult times, and for all the Ummah of Prophet Muhammad s.a.w. who are afflicted with anxiety, fear, and oppression.

Ya Allah, grant us goodness in this world and in the Hereafter, and protect us and our loved ones from the torment of Hellfire.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.